দৈনিক ইনকিলাব

02

তারিখ 03 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

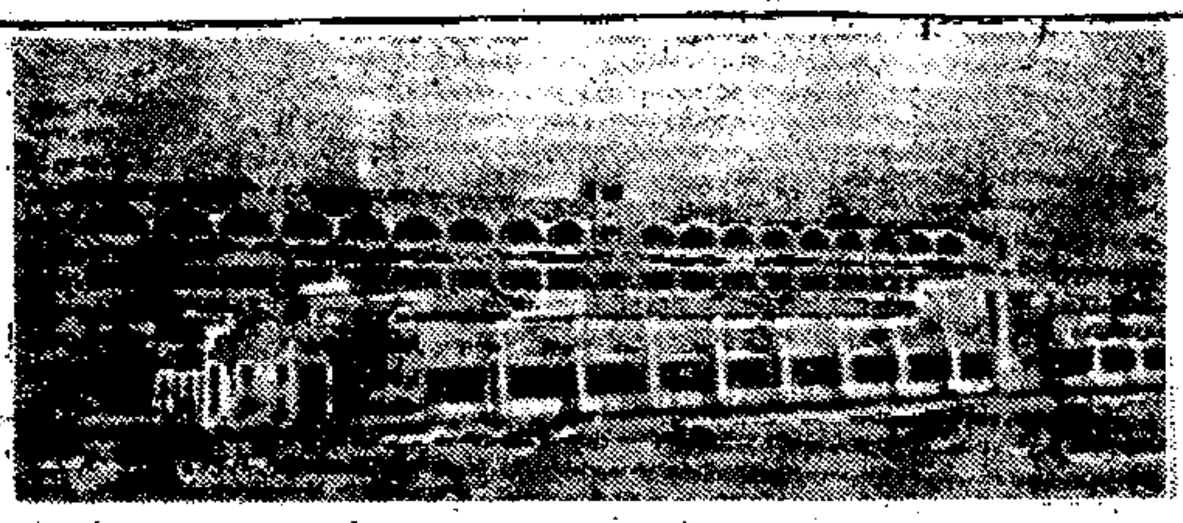

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেক্যুলারকরণের ষড়যন্ত্র

জামিল বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নতুন অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের পূর্বে ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে 'ব্যাক গ্রাউন্ড' নাম দিয়ে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক ইংরেজী এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের 'আরবী ও ইসলামিয়াত' পড়ানো হতো। এ কোর্সগুলোর নম্বর অনার্সের মোট নম্বরের সাথে যোগ হতো না। তবে এ কোর্সগুলোতে ৩৩% নম্বর পেয়ে পাস করা বাধ্যতামূলক ছিল।

বর্তমান নতুন অর্ডিন্যান্সে উক্ত পদ্ধতি পরিবর্তন করে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'ইসলামিক স্টাডিজ' নামে ১০০ নম্বরের দু'টি কোর্স এবং অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব' নামে সমন্বয়ের দু'টি কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোর্সগুলোর নম্বর অনার্স নম্বরের সাথে যোগ করার যৌক্তিকতা হিসাবে নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছে-

১) গত ৮ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 'ব্যাক গ্রাউন্ড' কোর্সগুলোর নম্বর অনার্স কোর্সের নম্বরের সাথে যোগ না হবার কারণে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই এগুলোকে 'সিরিয়াসলি' নেয় না। তারা ঠিকমত পরীক্ষা দেয় না কিংবা পরীক্ষা দিয়ে বার বার অকৃতকার্য হয়। অনেকে অনার্সের তিন বছরের মধ্যে পরীক্ষা না দিয়ে বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অনার্স পরীক্ষা সম্পন্ন করে। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ না হবার কারণে (যেহেতু ব্যাক গ্রাউন্ডে অকৃতকার্য) মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের চাপের প্রেক্ষিতে বার বার পরীক্ষা আয়োজন করতে গিয়ে একদিকে যেমন অর্থ ও সময়ের অপচয়ের সম্মুখীন হয়, আবার অন্যদিকে কঠিন প্রশাসনিক জটিলতার আবর্তে পতিত হয়।

২) পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অনার্স পর্যায়ে 'সমন্বিত কোর্স' চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ 'সমন্বিত কোর্স' পদ্ধতিতে সকল কোর্সের নম্বরই ডিগ্রীর মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। যেহেতু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেহেতু এ সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি চালু না করে ঐ পুরাতন 'সাবসিডিয়ারী' পদ্ধতি বহাল রাখা কি যুক্তিসঙ্গত? আরও উল্লেখ্য যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়েই অনেক বিভাগে এরূপ পদ্ধতি বেশ কয়েক বছর থেকেই চালু রয়েছে। এখন শুধুমাত্র সকল বিভাগের জন্য এই আধুনিক পদ্ধতি (সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি) চালু করা হলো।

৩) তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাক গ্রাউন্ড বিষয় হিসাবে ১০০ নম্বরের 'আরবী ও ইসলামিয়াত' পাঠ করা এবং প্রাপ্ত নম্বর বাধ্যতামূলকভাবে সম্মান পরীক্ষার চূড়ান্ত নম্বরের সাথে যোগ করা এবং পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইসলামী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা পরিষদ নানা দিক বিবেচনাপূর্বক আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক না করে এর পরিবর্তে, বাংলা ভাষায় আরও একটি ইসলামিক স্টাডিজ কোর্স পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অর্থাৎ মোট ২টি কোর্স।

সেক্যুলারবাদীদের আস্ফালন ঃ

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পৃথক করার শেষ চিহ্নটুকুও সেক্যুলারবাদীরা মুছে দিতে চাইছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিভাগসমূহের (অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি) যে সমস্ত বিষয় পড়ানো হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই পড়ানো হয়। শুধুমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নাম হওয়ার কারণে এখানে ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা পড়তে হয়। সামান্য ১০০ নম্বরের এই বিষয়টি উঠিয়ে দিতে পারলেই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর কোন পার্থক্য থাকবে না। এই চেষ্টায় এখন রবীন্দ্রবাদী, সেক্যুলারবাদী, নাস্তিক্যবাদী, জাতীয়তাবাদীরা (?) উঠে-পড়ে লেগেছে।

নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর শিক্ষকেরা এটা বাতিলের জন্য নানা অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। "৬০০ নম্বরের আরবী পড়তে হবে" এই অপপ্রচার চালিয়ে তারা প্রথমে ছাত্রদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বিষয়টি অনেকের কাছে স্পষ্ট হওয়ায় তারা নতুন করে বলেন, ৬০০ না ৪০০ নম্বরের আরবী পড়তে হবে। তবুও আন্দোলন টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা তাদের আদর্শিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করে, "২০০ নম্বরের আরবী সাধারণ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা বানাবার চক্রান্ত চলছে। এভাবে একের পর এক অপপ্রচারের ফলে ছাত্ররা তাদের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন ব্যর্থ শিক্ষকেরা এটাকে রাজনৈতিক রং দিয়ে সম ও জাতীয়তাবাদী (?) ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রচার করে এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়িত হলে এখানে মৌলবাদের ভিত মজবুত হবে। এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তবে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ সবচেয়ে দুঃখজনক। মরহুম জিয়াউর রহমান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং যাঁর নির্দেশে এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে, সেখানে ছাত্র দলের এহেন ভূমিকা রহস্যাবৃত বলে মনে হয়।

চলবে